ইত্তেফাক

399

তারিখ ৭/৮/৮১
পৃষ্ঠা

124

সুনামগঞ্জে ১২২টি প্রাথমিক শিক্ষক পদ শূন্য

সুনামগঞ্জ (সিলেট), ৬ই আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)—জগন্নাথপুর থানার ১১০ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৩৪০ জন শিক্ষকের মধ্যে ১২২টি পদ গত ৩/৪ বৎসর যাবৎ শূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সরকারী বিদ্যালয়ও রহিয়াছে যেখানে প্রয়োজনীয় ৫ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১জন নিয়োজিত থাকিয়া কোন রকমে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা চালাইতেছেন। ইহাছাড়া বেশ কয়েকজন শিক্ষক চাকুরীতে বহাল থাকিয়া নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিতেছেন এবং এই শিক্ষক অনুপস্থিতির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, উক্ত থানার উল্লিখিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৫ শত ৯৫ জন। শিক্ষক সংকটের সহিত বই সংকটও তাল মিলাইয়া চলিতেছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী এখনও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিতে না পারায় তাহাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ইতিমধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক বালক-বালিকা বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিয়াছে এবং অভিভাবকরা অনন্যোপায় হইয়া পড়িয়াছে।

প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের ৫/৬ বছরেও চাকুরী হইল না

সাতক্ষীরার (খুলনা) সংবাদদাতা জানান, অত্র মহকুমার শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় বালক-বালিকাদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। এদিকে মহকুমায় সরকারী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক চাকুরীর প্যানেলভুক্ত একশত পিটি পাস প্রার্থী ৫/৬ বৎসরের মধ্যেও চাকুরী না পাওয়ায় তাহাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষকের চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে মহকুমা প্রাথমিক স্কুল কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ৪ বৎসর যাবৎ শূন্য থাকায় ১৯৭৬ সালে প্যানেলভুক্ত উক্ত প্রার্থীদের সরকারী শিক্ষকরূপে অন্তর্ভুক্তিকরণ স্থগিত থাকে। এ ব্যাপারে ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে দৈনিক ইত্তেফাকে একটি খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ঐ বৎসর জুন মাসে সংসদ সদস্য জনাব খলিলুর রহমানকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি মহকুমা প্যানেল বোর্ড গঠিত হয়। অতঃপর উক্ত বোর্ড উক্ত একশত প্রার্থীর পরীক্ষাও গ্রহণ করেন। কিন্তু অদ্যাবধি সে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় নাই। কেহ চাকুরীও পায় নাই।